143

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 NOV 1998 পৃঃ ?? কলাম ...

জুরানপুরে শিক্ষার আলো ঃ একটিউজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি

জ্ঞানার্জনের জন্য চাই সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ। শহরগুলোতে এখন সেই পরিবেশ কোথায়! বৈরী রাজনীতি, যানজট, কোলাহল, আবর্জনা আর স্বার্থসিদ্ধির দ্বন্দ্ব এই নগরগুলোতে এখন আর যাই হোক অধ্যয়ন তপস্যার কোন পরিবেশ নেই। অনুকূল পরিবেশ পেলে প্রতিটি বিদ্যার্থী কতটুকু মনোযোগী ও সফল হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দাউদকান্দির জুরানপুরে। দাউদকান্দি সড়ক থেকে ৪ কিঃমিঃ দূরে এই জুরানপুর গ্রাম।

একজন মানুষ তার নিজ গ্রামে গড়ে তুলেছেন বিশাল এক কর্মকাণ্ড। ১২৫ বিঘা নিজস্ব জমিতে তিনি গড়ে তুলেছেন গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সটির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ডিগ্রী কলেজ, হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, সিনিয়র মাদ্রাসা, এতিমখানা। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যার্থী এবং আপামর জনসাধারণের কল্যাণে তারই পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে– মসজিদ, স্টেডিয়াম, ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ভিডিপি ক্লাব, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডেইরি ফার্ম, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার, বায়োগ্যাস প্লান্ট, বাজার, গোরস্থান। তাছাড়া কলেজে আবাসিক ও অনাবাসিক দু'ধরনের ব্যবস্থাই রয়েছে।

কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরেই রয়েছে ৪টি ছাত্রাবাস। ছাত্রবাসগুলোর নামের মধ্যে বৈচিত্র আনা হয়েছে। যেমন– জৈনুদ্দিন হাউস, শওকত আলী হাউস, জুলফিকার আলী হাউস ও মাহমুদা হাউস।

ছাত্রাবাসগুলোর ৩০০ জন ছাত্র ও ৭০ জন ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজে অধ্যক্ষ, বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রফেসরদের জন্যও রয়েছে ১০০% আবাসিক ব্যবস্থা। যিনি এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই মানুষটির নাম সুবিদ আলী ভুঁইয়া। সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় প্রায় ২ যুগ আগে তিনি যে প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন,আজ অবসর জীবনে এসে দেখেন, সেটি এখন এক স্বপ্নরাজ্য। মেজর জেনারেল পদে অবসর পাওয়ার তৃপ্তির চেয়েও তার এই প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণ তাকে দিয়েছে অপরিসীম আনন্দ।

আনন্দ হওয়ারই কথা। প্রতি বছর তার এই কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড়ে ছয়জন মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে। পাসের হার গড়ে ৯৪%। ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৩ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। পাসের হার ৬০%।

১৯৯৩ সালে অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছর জুরানপুর আদর্শ কলেজটি আজ পাড়াগাঁয়ে জন্ম নিয়ে পরীক্ষার ফলাফলে যে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে, সেই রহস্য সম্পর্কে জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভুঁইয়ার সাথে আলাপ করে জানা যায়, কলেজটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলে সেখানে উত্তেজনা বা ধর্মঘটের কোন অবকাশ নেই। কঠোর শৃংখলা সেখানে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় বলে বিদ্যার্থীরা অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী। গ্রামের শান্ত নিবিড় পরিবেশের জন্য লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে কারও কোন অসুবিধা নেই। কলেজটি শুধু কোলাহল মুক্তই নয়, ধূমপান মুক্তও বটে। তাছাড়া প্রতি ৩ মাসের ফলাফল যাচাই করে ৩ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা ৮০০ নম্বর পেয়েছে তাদের টিউশন ফি দেয়া লাগে না। ৮২০-এর উপরে যারা পেয়েছে তাদের ছাত্রাবাসে খাওয়া-থাকারও টাকা লাগে না। তাছাড়া ওদের মনোবল দৃঢ় করার জন্য বলি– গ্রামকে ভালবাসতে না পারলে বাংলাদেশকে কোনদিন ভালবাসতে শিখবে না। দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার লেখাপড়া। তোমরা মন-প্রাণ ঢেলে লেখাপড়া করলেই দেশের জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করা হবে।

কলেজের পরিচালক বিধিমালার প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়া মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "শুধু শহরেই নয়, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে গ্রামেও উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এভাবেই শিক্ষার প্রচার ঘটেছে।" তিনি আরো আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় কলেজটি একদিন দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

জেনারেল ভুঁইয়া এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, যিনি গ্রামকে ভালবাসেন, তিনিই দেশকে ভালবাসেন। কারণ দেশপ্রেম শুরু হয় নিজ গ্রাম থেকেই। দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সুশিক্ষা আর সে কথা লক্ষ্য রেখে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করা। এই কলেজ সংলগ্ন এলাকার মানুষ আজ অবাক বিস্ময়ে ভাবে একজন সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অন্তরে কিভাবে এমন একটি সমাজসেবামূলক মহতী কাজের চিন্তা স্থান পেতে পারে। এলাকাবাসীর মন্তব্য হল– বীর মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়ার মত নিরলস ও নিষ্ঠাবান সমাজসেবক হতে হলে প্রয়োজন আন্তরিক সদিচ্ছা আর মাটি ও মানুষের প্রতি উষ্ণ ভালবাসা।

–হাসান রহমান